শাসকদের হাতে বিপন্ন বিজ্ঞান

পথে বিজ্ঞানীরা

৯ আগস্ট, বিজ্ঞানকে বাঁচাতে এক অভিনব মিছিল প্রত্যক্ষ করল ভারতের ৪০টি শহর। এদিন কলকাতা, বাঙ্গালোর, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই সহ দেশের প্রধান প্রধান শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক, বিভিন্ন বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানের প্রথিতযশা বিজ্ঞানী এবং হাজার হাজার ছাত্র ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এসে আওয়াজ তুললেন বিশ্বাস নয়, বৈজ্ঞানিক প্রমাণই হবে বিজ্ঞানের ভিত্তি।

বিজ্ঞানের প্রাণসত্তা বাঁচাতে এত বড় জাগরণ আগে কখনও দেখেনি ভারত। প্রয়োজনও হয়নি। কিন্তু গত তিন বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অবৈজ্ঞানিক রহস্যবাদী ধারণার প্রসার ঘটানো হচ্ছে, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে আঘাত করা হচ্ছে। তাতে বিজ্ঞান জগতের আশঙ্কা, বিপদ শিয়রে। সংকটে গবেষণাও। বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণায় অর্থবরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অথচ বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে নানা অবৈজ্ঞানিক খাতে। বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন। তাঁদের দাবি জিডিপি-র ৩ শতাংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় বরাদ্দ করতে হবে। গত ২২ এপ্রিল বসুন্ধরা দিবসে বিশ্বের ১০০টি দেশের ৬০০টিরও বেশি শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অনুরূপ মিছিল। এক সময় পুঁজিবাদ বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও আজ সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে বিজ্ঞান চূড়ান্ত অবহেলার শিকার। কেন? গবেষণা জরুরি তা নিয়েও।

শহিদ ক্ষুদিরাম স্মরণ

১১ আগস্ট শহিদ ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গের ১১০তম দিবস ডিএসও-ডিওয়াইও-এমএসএস-কমসোমল- পথিকৃৎ-এর উদ্যোগে কলকাতা হাইকোর্টের পাশে শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু সহ রাজ্য

কমিটির অন্যান্য নেতা ও গণসংগঠনের কর্মীরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী র সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বীর শহিদের জীবন সংগ্রামের নানা দিক তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় নানা স্থানে এবং অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্ষুদিরাম স্মারক ব্যাজ ধারণ, মাল্যদান, শপথ গ্রহণ, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শহিদ ক্ষুদিরামকে স্মরণ করা হয়।

বিগত এক মাস ধরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং গ্রাম শহরের বহু এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে, রাস্তার মোড়ে, রেল স্টেশন ইত্যাদি জনবহুল স্থানে শহিদ ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতির হাজার হাজার কপি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ডিএসও-ডিওয়াইও-এমএসএস ও কমসোমল কর্মীরা। তাঁরা মানুষের কাছে অনুরোধ করেছিলেন ১১ আগস্ট সকালে বাড়ির সকলকে নিয়ে শহিদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য। এই আবেদনে মানুষ বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছেন। বহু মানুষ ৫টা, ১০টা আরও বেশি ছবি কিনে নিয়ে গেছেন পরিচিতদের দেওয়ার জন্য। বহু স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দেওয়ার জন্য ছবি নিয়েছেন।

ঘাটশিলায় ক্ষুদিরাম মূর্তির আবরণ উন্মোচন

১১ আগস্ট বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১০তম আত্মোৎসর্গ দিবসে ঘাটশিলায় শিবদাস ঘোষ মেমোরিয়াল চিলড্রেন্স পার্কে প্রয়াত বিপ্লবী-ভাস্কর তাপস দত্তের অসামান্য সৃষ্টি ক্ষুদিরাম বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-অভিভাবক ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রায় এক হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন মাড়োয়ারি গার্লস স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষা বিয়াট্রিস কাশ্যপ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মণীন্দ্রনাথ পালিত। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক সুমিত রায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এ আই ডিএসও-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমল সাঁই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিবদাস ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য রণজিৎ ধর এবং স্বপন ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু, সভাপতি নাইমা খালেদ মনিকা, সহসভাপতি সত্যজিৎ বিশ্বাস সহ নয় জনের এক প্রতিনিধি দল। মূর্তির আবরণ উন্মোচনের পর সকল বিশিষ্ট

ব্যক্তিবর্গ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। প্রধান বক্তা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি নাইমা খালেদ মনিকা।

ঘাটালে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণবণ্টন

ঘাটালের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনও জলমগ্ন। নদীবাঁধ ভেঙে ঘরবাড়ি, স্কুল, কলেজ সর্বত্রই প্রচুর জল জমে আছে। আবার নতুন করে জলও ঢুকছে। এমতাবস্থায় জলমগ্ন অসহায় মানুষ সাহায্যের আশায় আর্ত আবেদন করছে। জলমগ্ন এলাকায় প্রথম থেকেই এস ইউ সি আই (সি) কর্মী-সমর্থকরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে দুর্গত মানুষদের সাহায্যে কাজ করছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ত্রাণ সংগ্রহ করে ৪ আগস্ট মনোহরপুর, গোপমহল ও গোপীগঞ্জের কিছু এলাকায় বন্যার্ত প্রায় দুই শতাধিক পরিবারকে চাল, আলু, পেঁয়াজ, চিঁড়ে-গুড়, বিস্কুট, পাউরুটি, মুড়ি ত্রাণসাহায্য দেওয়া হয়। ত্রাণ সাহায্যে গিয়েছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও শিক্ষক নেতা কমরেড দিলীপ মাইতি, রাজ্য কমিটির সদস্য ও দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদিকা কমরেড অনুরূপা দাস, রাজ্য কমিটির সদস্য ও দলের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড নারায়ণ অধিকারী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড গৌরীশংকর দাস প্রমুখ। ঘাটালে ফিরে মহকুমা শাসকের কাছে দলের প্রতিনিধিরা ডেপুটেশন দেন।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন

যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে ঘাটালে শিলাবতী নদী বাঁধ পুর্ননির্মাণ, কুলটিকরীতে খাল বাঁধ কেটে দ্রুত বন্যার জল নিষ্কাশন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের উদ্যোগ, বন্যা দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ করতে হবে। ৪ আগস্ট রাজ্যের সেচমন্ত্রী কে বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে সেচ ও জলপথ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দল ২ আগস্ট পাঁশকুড়ায় এক সভায় মিলিত হলে সেখানেও স্মারকলিপি পেশ করেন কমিটির জেলা অফিস সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক।

এ ছাড়াও ৩১ জুলাই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সেচ দপ্তরের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমিটির সভাপতি ডাঃ বিকাশচন্দ্র হাজরা, যুগ্ম সম্পাদক মধুসূদন মান্না, নারায়ণচন্দ্র নায়ক, কোষাধ্যক্ষ কানাইলালা পাখিরা, সহ সভাপতি বিকাশচন্দ্র ধাড়া প্রমুখ।

কমিটির পক্ষ থেকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য সেচমন্ত্রীর নেতৃত্বে কমিটির একজন প্রতিনিধি সহ বিধানসভার সব দলগুলির একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি টিম অবিলম্বে দিল্লিতে পাঠানোর দাবি জানানো হয় মন্ত্রীর নিকট।

‘বেটি বাঁচাও’ শুধু স্লোগানে

দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠার পর হরিয়ানায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুভাষ বরালার ‘কীর্তিমান’ পুত্র বিকাশ বরালা ও তাঁর বন্ধু আশিস কুমার শেষপর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে। নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষ, বিশেষত মহিলারা এতে স্বস্তি পেয়েছেন। কিন্তু সাথে সাথেই উঠে এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অভিযোগকারিনি বর্ণিকা কুণ্ডু সে রাজ্যের এক উচ্চপদস্থ আমলার কন্যা না হয়ে যদি সাধারণ পরিবারের মেয়ে হতেন, তাহলে কি অত্যন্ত প্রভাবশালী এইসব অপরাধীদের আদৌ পুলিশ গ্রেফতার করত?

৪ আগস্ট রাতে চণ্ডীগড়ের রাস্তায় মদ্যপ অবস্থায় একটি এসইউভি গাড়ি নিয়ে বর্ণিকাকে ধাওয়া করে বিকাশ ও আশিস। সিগনালে একবার থামতে বাধ্য হলে বর্ণিকার গাড়ির দরজা খুলে তাঁকে অপহরণের চেষ্টাও চালায় দুষ্কৃতীরা। সঙ্গে চলে কটূক্তি। সেই রাতে কোনও রকমে রক্ষা পান বর্ণিকা। স্বাভাবিক কারণেই পুলিশের উপর ভরসা করেছিলেন তরুণীটি। পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, পুলিশ নিজেই যেন প্রয়োজনীয় ধারায় অভিযোগ দায়ের করে। অথচ এফআইআর-এ ‘অপহরণের চেষ্টা’র কথা উল্লেখই করেনি পুলিশ। ফলে জামিন পেতেও দেরি হয়নি বিকাশদের।

এর পরেই অভিযুক্তের পাশে দাঁড়িয়ে আক্রান্ত মেয়েটির চরিত্রে কালি ঢালার অপচেষ্টায় নেমে পড়েন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। হরিয়ানার বিজেপি সহ-সভাপতি রামবীর ভাট্টি প্রশ্ন তোলেন, রাতে বর্ণিকাকে বাইরে বেরোবার অনুমতি অভিভাবকরা কেন দিয়েছিলেন? মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতা সাইনা এনসি টুইটারে মন্তব্য

করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকেই বিকাশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। তদন্ত ছাড়াই অপহরণের অভিযোগ আনা হবে কেন, এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়ও অভিযুক্তের পক্ষে দাঁড়ান।

২০১৪ সালে এই হরিয়ানারই বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী, আরএসএস-এর প্রচারক মনোহরলাল খট্টার ক্রমবর্ধমান ধর্ষণের কারণ হিসাবে মেয়েদের পোশাককে দায়ী করে মন্তব্য করেছিলেন, 'স্বাধীনতারই যদি এত প্রয়োজন, তাহলে মেয়েরা নগ্ন হয়ে পথেঘাটে ঘুরে বেড়ায় না কেন?' এ দেশের সংসদীয় রাজনীতির আরেক মুখ মুলায়ম সিং যাদব ধর্ষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন— 'ছেলেরা তো ছেলেই মাঝেসাঝে ভুল করে ফেলে। তাই বলে কি ধর্ষণের অভিযোগে ফাঁসির আদেশ দেওয়া যায়!' জেডিইউ নেতা শরদ যাদব আবার বিকাশদের মতো দুষ্কৃতীদের সাফাই গেয়ে বলেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি বয়সকালে মেয়েদের পিছনে ধাওয়া করেননি?'

যে দেশে রাজনৈতিক নেতাদের গলায় এমন পুরুষতন্ত্রের সুর সেখানে শুধু রাতে কেন, প্রকাশ্য দিবালোকেও যে মেয়েদের নিরাপত্তা থাকতে পারে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার উপর অভিযুক্ত যদি কোনও প্রভাবশালী রাজনীতিকের ঘনিষ্ঠজন হন, তাহলে তো কথাই নেই! এই ঘটনাটিতেও ক্ষমতাসীন দলের বড়কর্তা ও বিধায়ক-পুত্র হওয়ার সুবাদে বিকাশকে তড়িঘড়ি জামিনে ছাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে হাঁফ ছেড়েছিল পুলিশ। কিন্তু বাদ সেধেছেন বর্ণিকার বাবা হরিয়ানার অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বীরেন্দ্র কুণ্ডু। একদিকে রাজ্যের আমলা মহলে তাঁর প্রভাব, অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমে এই ঘটনা নিয়ে ওঠা ঝড়ে রাজ্য বিজেপি চাপে পড়ে যায়, পুলিশও নতি স্বীকার করে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়। চণ্ডীগড়ের যে রাস্তায় এই ঘটনা ঘটে, সেখানকার সিসিটিভি থেকে ফুটেজ পাওয়া যায়নি বলে প্রথমে তদন্ত ধামাচাপা দিতে চাইলেও পরে বাধ্য হয়ে পুলিশ জানায় প্রয়োজনীয় ফুটেজ তাদের হাতে আছে।

বর্ণিকা সুবিচার পাওয়ার পথে এক কদম হলেও এগোতে পেরেছেন। কিন্তু বিচার মেলেনি হরিয়ানারই ফতেহাবাদের অপহৃত ও ধর্ষিত এক নাবালিকার। এই সুভাষ বরালারই এক ভাইপো কুলদীপ বরালা ওই নাবালিকাকে চাপ দিয়ে পুলিশের কাছে দেওয়া অভিযোগের বয়ান বদল করতে বাধ্য করেছে এবং ধর্ষণকারী কুলদীপের আত্মীয় ও সুভাষ বরালার ঘনিষ্ঠ হওয়ায় পুলিশ দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না— কোর্টে এই অভিযোগ করেছেন মেয়েটির মা। বর্ণিকা কাণ্ডের পর এই ঘটনা সামনে এসেছে।

গত ৮ আগস্ট উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় বারো ক্লাসের ছাত্রী ১৭ বছরের রাগিণী দুবেকে স্কুলে যাওয়ার পথে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে কয়েকজন দুষ্কৃতী। গত ছ'মাস ধরে মেয়েটির পিছু ধাওয়া করে তাকে উত্যক্ত করছিল তারা। পুলিশ ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার প্রয়োজন বোধ না করলেও মেয়েটির চরিত্রহননে নেমে পড়ে নিজের কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে।

এভাবেই গোটা সমাজে মিশে থাকা পুরুষতান্ত্রিক মনন এবং ক্ষমতাবান প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সামনে নতজানু মানসিকতার বলি হয়ে চলেছে অসংখ্য নারী। পরিসংখ্যান দেখে এই দুর্বিষহ পরিস্থিতির সামান্য আঁচ মেলে। শুধু ২০১৬ সালেই মেয়েদের পিছু ধাওয়া করে উত্যক্ত করার ৭ হাজার ১৩২টি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল পুলিশের খাতায়। দুষ্কৃতীদের শাস্তি হয়েছে মাত্র ৩৭৯টি ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রেই বিচার পাননি লাঞ্ছিত মেয়েরা। বলা বাহুল্য, অনথিভুক্ত ঘটনার সংখ্যা এর অনেক গুণ বেশি।

নারী-হেনস্থাকারীদের এই বাড়বাড়ন্ত, তাদের দমন করার ক্ষেত্রে পুলিশ-প্রশাসন-সংসদীয় রাজনীতির কর্তাব্যক্তিদের এই চরম উদাসীন প্রশ্রয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি আতঙ্কের কাঁপুনি ধরায়। স্বাধীনতার পর পার হয়ে গেল ৭০টি বছর। সত্যিকারের স্বাধীনতা দূরের কথা, নিরাপদে চলাফেরার অধিকারটুকুও এখনও পর্যন্ত জুটল না এ দেশের মেয়েদের! মদ-অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসারের সাথে সাথে মেয়েদের শুধুমাত্র ভোগের দ্রব্য হিসাবেই গণ্য করার মানসিকতা এত বছর ধরে তরুণ-যুবকদের মধ্যে চারিয়ে দিয়ে চলেছে শাসকরা। পুলিশ-প্রশাসনকে করে তুলেছে ক্ষমতার রাজনীতির পরম অনুগত দাস। পচা-গলা এই সমাজই প্রতি মুহূর্তে এই অধঃপতিত সংস্কৃতি, এই পুরুষতান্ত্রিক মননের জন্ম দিয়ে চলেছে, তাকে লালনপালন করে চলেছে। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে নারীসমাজ এই দুঃসহ নিপীড়ন, অমর্যাদা থেকে মুক্তি পেতে পারে না। একে উচ্ছেদ করে সমাজ থেকে নারী-নির্যাতনের গোটা ধারণাটিকেই হটিয়ে দিতে পেরেছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। সভ্যতাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়াইয়ে পুরুষের সমকক্ষ সাথী হিসাবে নারী সেখানে পেয়েছিল পূর্ণ মানুষের মর্যাদা। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের শততম বর্ষে দেশে ক্রমাগত বাড়তে থাকা নারী-নির্যাতনের ঘটনা বার বার সে কথা স্মরণ করিয়ে

দেয়। নারীর মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ের সাথে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লড়াইকে যুক্ত করা তাই আজ অত্যন্ত জরুরি।

দেউলিয়ায় আন্ডারপাসের দাবিতে গণকনভেনশন

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের, দেউলিয়া বাজারের কাছে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে আন্ডারপাস নির্মাণের জন্য স্থানীয় মানুষ দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন। 'দেউলিয়া বাজার ফ্লাইওভার কাম সাবওয়ে নির্মাণ সংগ্রাম কমিটি' গঠন করে তাঁরা বহু আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অবশেষে ২৪ জুলাই জেলাশাসকের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন। সেখানে অবিলম্বে আন্ডারপাস নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু নির্মাণ শুরু না হওয়ায় ৩১ জুলাই সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এক গণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি গৌরহরি পাল, জেলা পরিষদ সদস্য সুমিতা পাত্র, পুলশিটা গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, কমিটির সম্পাদক আনন্দ হান্ডা প্রমুখ।

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে রাজ্য সরকার উদাসীন

চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বর্তমানে ১৩২ টাকা। পূর্বেকার বেতন চুক্তির মেয়াদ কয়েক বছর আগেই শেষ হয়েছে। মজুরি নির্ধারণের জন্য ২০১৫ সালের মার্চ মাসে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। আড়াই বছর কাটতে চলল, এখনও পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে পারল না কমিটি। কমিটির এই ব্যর্থতা কি মালিকদের সুবিধা করে দিতে? মজুরিবৃদ্ধি যত দেরি করে দেওয়া যায় ততই মালিকদের সুবিধা। সেই লক্ষ্যেই কি মজুরি নির্ধারণে রাজ্য সরকার উদ্যোগী নয়?

৮ আগস্ট বিধানসভায় চা শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে শ্রমমন্ত্রী বলেন, 'ন্যূনতম মজুরি ঠিক করার জন্য বাম আমলে একটি কমিটি হয়েছিল। কিন্তু ১০ বছরের মধ্যে কমিটি একবারের জন্য বৈঠকে বসতে পারেনি'। মন্ত্রীর এই বক্তব্যে কি শ্রমিকদের পেট ভরবে? পূর্বতন সিপিএম সরকারের আমলে মজুরি নির্ধারণ এভাবে বিলম্বিত হত। এমন বহু আন্দোলন, ধর্মঘটের চাপে মজুরি যা বাড়ত, তা অতি সামান্যই। তৃণমূল কি সিপিএমের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি উপেক্ষা করে যাবে? এম এল এ, এম পি, মন্ত্রী, আমলাদের বেতন বৃদ্ধি তো সহজেই হয়ে যায়। এঁরা দরিদ্র শ্রমিক বলেই কি এঁদের বেলায় এত উপেক্ষা?

মধ্যপ্রদেশে উচ্ছেদের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

সরদার সরোবর বাঁধের উচ্চতা বাড়ালে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের নর্মদা নদী তীরবর্তী এলাকার হাজার হাজার মানুষ বন্যার কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হবেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন।

ওই এলাকা ছেড়ে সরে যাওয়ার জন্য সরকার ১৪১টি গ্রামের ৪০ হাজার অধিবাসীকে নোটিশ দেয়, অন্তিম তারিখ ছিল ৩১ জুলাই। কিন্তু সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থাই করেনি। এই অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে ৩১ জুলাই মধ্যপ্রদেশ রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।